ডস্টয়েভস্কি, কাম্যু এবং পলাশ ভদ্র

সুমিতা চক্রবর্তী

ফিয়োডর ডস্টয়েভস্কি (৩০ অক্টোবর, ১৮২১ - ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১) এবং আলব্যের কাম্যু (৭ নভেম্বর, ১৯১৩ - ৪ জানুয়ারি, ১৯৬০) — দুজনেই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক। কিন্তু দুজনের দেশ এক নয়, ভাষা এক নয়, সময়ও এক নয়। সন তারিখের হিসেবে দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের রাশিয়ায় আবির্ভূত ডস্টয়েভস্কি-র পক্ষে আলব্যের কাম্যু-কে চেনা সম্ভব ছিল না। কাম্যুর জন্ম হয়েছে ডস্টয়েভস্কি-র মৃত্যুর বত্রিশ বছর পরে ফ্রান্স-এ। ডস্টয়েভস্কি ছিলেন প্রাক বিপ্লব জার-এর দেশের কথাসাহিত্যিক। কাম্যু ছিলেন ফরাসি; কিন্তু ফ্রান্স-এর অধিবাসী নন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্স-অধিকৃত আলজিরিয়ায়। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে, আলব্যের কাম্যু, ডস্টয়েভস্কি-র একটি উপন্যাসের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসের সংরূপে নয়, নাটকের চেহারায়। অর্থাৎ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ফরাসি ভাষায়। এমন কেন ঘটল তার কিছুটা কারণ হয়তো পাওয়া যাবে কাম্যু-র জীবনের পর্যালোচনায়। তার আগে উপন্যাসটির নাম জেনে নেওয়া যাক।

ডস্টয়েভস্কি-র উপন্যাসটির নাম রাশিয়ান ভাষায় 'বেসি' (Besy), ইংরেজি অনুবাদে 'ডেমনস', 'দ্য ডেভিলস', 'দ্য পজেজড্' ইত্যাদি। প্রকাশ কাল ১৮৭২। এই উপন্যাসটির আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬) এবং 'দি ইডিয়ট' (১৮৬৯) — এই দুটি বিখ্যাত সৃষ্টিসহ তেরোটি উপন্যাস এবং এগারোটি ছোটোগল্প। অর্থাৎ ডস্টয়েভস্কি তখন পরিণতমনস্ক এক লেখক। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু খুব সরল নয়। সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে কথকের ভূমিকায় লেখকের দৃষ্টিকোণও যথেষ্ট জটিল। একথা অবশ্য ডস্টয়েভস্কি-র প্রায় সব উপন্যাস সম্পর্কেই খাটে।

আলব্যের কাম্যু-কে প্রধানত উপন্যাস-লেখক রূপেই আমরা জানি। সেই সঙ্গে তিনি মিথোলজি এবং বাইবেল থেকে গৃহীত উপাদান অবলম্বন করে বেশ কিছু চিন্তনমূলক গদ্য লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে নাটককারও ছিলেন তিনি। চারটি মৌলিক নাটক ছাড়াও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দুটি বিশিষ্ট উপন্যাসের। একটি হল ডস্টয়েভস্কি লিখিত 'দ্য পজেজড্' অপরটি হল আমেরিকান লেখক উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-১৯৬২)-এর ১৯৫১-য় প্রকাশিত উপন্যাস 'রিকোয়ায়েম ফর আ নান' অর্থাৎ 'এক ধর্মযাজিকার শেষকৃত্যে উচ্চারিত সমবেত প্রার্থনা' (ফরাসি ভাষায় *Requiem pour une nonne*)। ডস্টয়েভস্কি-র উপন্যাসটির নাট্যরূপ 'দ্য পজেজড' (ফরাসি ভাষায় *Les Possédés*) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯-এ। ফকনার-এর উপন্যাসটির নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে, কাম্যু-র মৃত্যুর পর। আমরা দেখতে পাই, রাশিয়া ও আমেরিকা দুই লেখকের দুটি উপন্যাসের নাট্যরূপ কাম্যু দিয়েছিলেন জীবনের শেষ পর্বে ১৯৫৯-৬০-এর মধ্যে। অবশ্য মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ছেচল্লিশ।

ডস্টয়েভস্কি-র উপন্যাসের কাম্যু-প্রদত্ত ফরাসি নাট্যরূপের বাংলা ভাষান্তর করেছেন শ্রীপলাশ ভদ্র। বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুমুখী বিস্তার ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে এভাবেই অনুবাদকেরা আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকি।

আলব্যের কাম্যু কেন ডস্টয়েভস্কি-র উপন্যাসটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার কারণ অনুমান করবার চেষ্টা আমরা করব। কিন্তু তার আগে আলব্যের কাম্যু-র জীবন সম্পর্কে একটু জেনে নিতে হবে। এককথায় ফরাসি বললে যা বোঝায় যেমন ছিলেন মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮), বোদল্যের (১৮২১-১৮৬৭) কিংবা র‍্যাবোঁ (১৮৫৪-১৮৯১), তেমন ছিলেন না কাম্যু। তিনি বিশ শতকের মধ্যভাগে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির আবর্তের মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন আলজিরিয়ায়। আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দর্শন-শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা যখন ফ্রান্স অধিকার করেছিল, তখন ১৯৪০-এ, কাম্যু প্রথমে দেশত্যাগে সচেষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত ফরাসি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। সেখানে 'কমব্যাট' নামের সংবাদপত্রে তিনি ছিলেন প্রধান সম্পাদক। যুদ্ধের শেষে বিদ্যাচর্চার জগতে তিনি যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে।

আলব্যের কাম্যু মনের দিক থেকে ছিলেন রাজনীতি-সচেতন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল দার্শনিক ভাবনা। সোভিয়েত ইউনিয়নে জোসেফ স্তালিন পরিচালিত রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি কারণ দলতান্ত্রিক এক-শাসন তিনি সমর্থন করতেন না। শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের বিলোপ ছিল তাঁর প্রার্থিত। এই মনোভাবকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে অ্যানারকো সিন্ডিক্যালিজম (anarcho syndicalism)। ফ্রান্স-এর আধিপত্যের বিরুদ্ধে যখন আলজিরিয়ায় যুদ্ধ ঘোষিত হয়, সেই সময়ে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ কালপর্বে কাম্যু অনেকটাই নিরপেক্ষ অবস্থানে ছিলেন। তিনি ছিলেন বহুত্ববাদী এবং বহুসংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত আলজেরিয়া রাষ্ট্রের সমর্থক। কিন্তু সেই সময় এই ধরনের আদর্শবাদী এবং কিছুটা অবাস্তব মনোভাব ও মতবাদ কোনও রাজনৈতিক দলই সমর্থন করেনি। এই কালপর্বের মধ্যেই চুয়াল্লিশ বছর বয়সে কাম্যু ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। হয়তো এই পুরস্কারের অন্তরালে কিছুটা রাজনৈতিক পরিস্থিতিও থাকতে পারে। তবে সাহিত্য-প্রতিভারূপে কাম্যুর যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সংশয় ছিল না। বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তায় কাম্যুর ভাবনার সঙ্গে অস্তিত্ববাদ এবং অ্যাবসার্ডবাদের সম্পর্ক অনেকেই অনুভব করেছেন। যদিও কাম্যু নিজে এই পরিভাষাগুলির সমর্থক ছিলেন না। তাঁর স্বভাবে একধরনের নৈতিকতা ছিল। যে কোনও ধরনের পীড়ন, অন্যায় এবং মানবজাতির প্রতি অসম্মানের বিরোধী ছিলেন তিনি। একদিকে যেমন আধিপত্যবাদীর অত্যাচারের তিনি ছিলেন বিপক্ষে; অন্যদিকে বিদ্রোহের ধ্বংসমূলকতা ও আচরণের সমর্থকও তিনি ছিলেন না। আলব্যের কাম্যু ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ছেচল্লিশ বছর বয়সে একটি মোটর অ্যাকসিডেন্ট-এ মারা যান। ফ্রান্স-এর একটি চার্চ-এর সমাধিস্থলে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুতে বহু মনীষী শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সার্ত্র এবং ফকনার।

এই আলব্যের কাম্যু ডস্টয়েভস্কি-র বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য পজেজড'-এর ফরাসি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের অনেক বছর আগে প্রকাশিত এই সাহিত্যকৃতির প্রতি কেন তাঁর আগ্রহ জেগেছিল সে সম্পর্কে কিছু অনুমান করবার আগে ফিয়োডর ডস্টয়েভস্কি-র এই জটিল রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও লেখকের উপস্থাপনার দৃষ্টিকোণ জেনে নিতে ও বুঝে নিতে হবে।

কাম্যু-র সঙ্গে তাঁর পূর্বসুরি ডস্টয়েভস্কি-র জীবনের একটি নিহিত সাদৃশ্য ছিল এই যে — তাঁরা দুজনেই স্বদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার বাতাবরণে জীবনযাপন করেছিলেন। যদিও পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল পৃথক, কিন্তু রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অস্তিত্ব আর মনস্তত্ত্ব কত গভীর ও জটিলভাবে পরস্পরের সঙ্গে

জড়িয়ে যায় তা তাঁরা দুজনেই অনুভব করেছিলেন নিজেদের জীবনে। আরও একটি দিক থেকে দুজনের মনোভাবের মিল ছিল। তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে রাজনীতি-সচেতন, অথচ দার্শনিকতা বোধের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত ছিল তাঁদের মন। হয়তো এজন্যই ডস্টয়েভস্কি-র প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন কাম্যু।

ফিয়োডর ডস্টয়েভস্কি-র জন্ম ১৮২১-এ। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মায়ের কাছে তিনি শুনেছিলেন রূপকথার গল্প। সেই সঙ্গে স্বদেশের ও বিদেশের সাহিত্যের প্রতিও তাঁর জেগেছিল আকর্ষণ। পনেরো বছর বয়সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতার অনুশাসনে তাঁকে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে ভর্তি হতে হয়েছিল। সেখান থেকে উত্তীর্ণ হবার পর কিছুদিন ইঞ্জিনিয়ার রূপে কাজ করার সঙ্গেই তিনি বিভিন্ন ধরনের অনুবাদ করে অর্থ উপার্জন করতেন। সেই সময়েই লেখা হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস, ইংরেজি অনুবাদে যার নাম 'পুয়োর ফোক' (প্রকাশ : ১৮৪৬)। এই উপন্যাস তাঁকে কিছুটা খ্যাতি দেয় এবং তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। কিন্তু তেমনই একটি গোষ্ঠী 'পেত্রাশেভস্কি সার্কল'-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ১৮৪৯-এ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা জার শাসিত রাশিয়ায় রাষ্ট্রের দ্বারা নিষিদ্ধ বইগুলি আলোচনা করতেন। ডস্টয়েভস্কি কেবল গ্রেফতারই হলেন না, প্রত্যক্ষ কোনও অপরাধ ছাড়াই দেওয়া হল তাঁর মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই আদেশ রহিত করে তাঁকে সাইবেরিয়ার কারাগারে চার বছরের জন্য এবং তারপর ছয় বছরের জন্য নির্বাসনে থেকে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীর সার্ভিস দেবার আদেশ দেওয়া হল। জীবনের প্রথম পর্বেই রাষ্ট্রের স্বৈরতন্ত্রী দণ্ডাজ্ঞা কীভাবে মানুষের জীবনে নেমে আসতে পারে সেই অভিজ্ঞতা হল তাঁর। অবশ্য ১৮৪৯-এর আগেই তাঁর আরও দুটি ছোটো উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল; ১৮৪৯-এ একটি উপন্যাস থেকে গিয়েছিল অসম্পূর্ণ। তারপর দশ বছর নির্বাসিত জীবনে তিনি কোনও লেখা প্রকাশ করতে পারেননি। আবার বই প্রকাশ পেতে শুরু করল ১৮৫৯ থেকে। বিখ্যাত দুটি উপন্যাস প্রকাশ পেল — ১৮৬৬-তে 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'; ১৮৬৯-এ 'দি ইডিয়ট'। অতঃপর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল 'দ্য পজেজড' (এই উপন্যাসের অন্য-দুটি অনুবাদের নাম 'ডেমনস্', 'দ্য ডেভিলস')। ডস্টয়েভস্কি-র অপর কালোত্তীর্ণ উপন্যাস 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ'-এর প্রকাশকাল ১৮৮০।

উপন্যাসটি সুপরিসর এবং কোনও অর্থেই সরল নয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্তেজনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং যথেষ্ট ঘটনাবহুল প্লট নির্মাণের কৌশল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই উপন্যাসের একটি রূপরেখা প্রদত্ত হল । কিন্তু সেই রূপরেখা দেবার আগে অর্থোডক্স চার্চ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। খ্রিস্টধর্মের আছে বহু শাখা। অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম, যাকে প্রাচ্য বা পূর্বাঞ্চলীয় বিশেষণে ভূষিত করা হয়, হল খ্রিস্টধর্মের তিনটি প্রধান শাখার মধ্যে একটি। এই শাখার অন্তর্গত খ্রিস্টানরা অধিকাংশই পূর্ব-ইউরোপে, বিশেষ করে বলকান দ্বীপপুঞ্জ এবং রাশিয়াতে বসবাস করেন। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন তাঁরাই সঠিকভাবে খ্রিস্টের মতাবলম্বী এবং অন্য দুটি শাখা — ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট যথার্থ পথে চলে না। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন যিশুখ্রিস্ট স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে মানুষকে এই ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য। কেন্দ্রীয় কোনও কর্তৃপক্ষ বা পরিচালকবর্গের অস্তিত্বে এই শাখার সদস্যরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিমি খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি চার্চ নিজেদের বিশপ দ্বারা পরিচালিত হয়, কেন্দ্রীয় কোনও কর্তৃত্ব সেখানে থাকে না। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, যিশুখ্রিস্টের সরাসরি উপদেশসমূহকে তাঁরাই যথার্থভাবে মান্যতা দেন। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রাচীন রীতিগুলি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা কিছুটা রক্ষণশীল বলে গণ্য। ঈশ্বর-বিশ্বাস, সততা এবং খ্রিস্টধর্মের মূল উপদেশগুলি পালন করাই তাঁদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়ার

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা এই পূর্বদেশীয় গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ-এর অনুসারী। ডস্টয়েভস্কি ছিলেন অর্থোডক্স চার্চের অনুগামী এবং খ্রিস্টধর্মের প্রতি, খ্রিস্টধর্মের রক্ষণশীল নীতিগুলির প্রতি আস্থাশীল। যদি বা প্রাক নির্বাসন পর্বে তিনি কিছুটা সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার কথা ভেবেছিলেন, পরবর্তীকালে এই মতবাদের প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন খ্রিস্টধর্মের রক্ষণশীল নৈতিকতায় বিশ্বাসী এবং খানিকটা অধ্যাত্মবাদী। এই পর্বেই রচিত হয়েছিল উপন্যাস 'দ্য পজেজড'।

ডস্টয়েভস্কি লিখিত 'দ্য পজেজড' উপন্যাসটি এই অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মের বাতাবরণে স্থাপিত। উপন্যাসটির আছে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপট। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই রাশিয়াতেও সোশ্যালিস্ট মতবাদ, আধুনিক মুক্ত চিন্তা এবং বিপ্লবী মনোভঙ্গি প্রসারিত হতে থাকে। এই পরিবর্তিত চিন্তার ব্যক্তিদের বলা হত র‍্যাডিক্যাল। এই র‍্যাডিক্যালদের চালচলন অনেক সময়েই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠত। মস্কোতে অবস্থিত পেত্রোভস্কায়া এগ্রিকালচারাল অ্যাকাডেমিতে এরকমই একটি র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন সের্গেই নেচায়েভ (Sergey Nechayev)। তাঁরা অনেকটা সের্গেই-এর নেতৃত্বে আইভান আইভানভ (Ivan Ivanov) নামের এক পুরোনো সঙ্গীকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ঘটে ১৮৬৭-৬৮-তে। ঘটনাটি ডস্টয়েভস্কিকে খুবই বিচলিত করে। তাঁর মনে হয়, এ ধরনের ঘটনা রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের আদর্শ বিরোধী।

এই সময় থেকেই তাঁর মনে এই র‍্যাডিক্যালিজম বিরোধী চিন্তাভাবনা ঘনীভূত হতে থাকে এবং সম্ভাবিত হতে থাকে আলোচ্য উপন্যাসটি। এই উপন্যাস খুবই বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, নিঃসন্দেহেই উপন্যাসটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। কেউ কেউ এটিকে 'নিহিলিস্ট' এবং পশ্চিমপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচারপুস্তকও বলেছেন। ডস্টয়েভস্কির অন্য উপন্যাসগুলির তুলনায় এই উপন্যাসে ব্যঙ্গের অভিব্যক্তি অনেক বেশি। লেখকের মনে হয়েছে র‍্যাডিক্যালিজম, নিহিলিজম ইত্যাদি পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে রাশিয়া হয়ে পড়েছে অশুভ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত। 'ডেমন' অথবা 'ডেভিল' যেন এই দেশবাসীকে ভর করেছে। সে জন্যই উপন্যাসের নাম 'দ্য পজেজড'। রুশ সাহিত্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রী অরুণ সোম এই নামটির বঙ্গানুবাদ করেছেন 'ভূতগ্রস্ত'। পলাশ ভদ্র কাম্যুর নাটকের বঙ্গানুবাদের নাম দিয়েছেন 'রাহুগ্রস্ত'।

উপন্যাসটি দীর্ঘ ও জটিল। তার সংক্ষেপীকরণ করা সহজ নয়। উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্য উপন্যাসগুলি সাধারণতই হত বহু ঘটনায় আকীর্ণ এবং বহু চরিত্রের আনাগোনা থাকত প্লটে। অনেক চরিত্রের মধ্যেই তীব্র ভাবাবেগ, চরিত্রের নিহিত অস্থিরতা ভায়োলেন্স এবং মৃত্যুইচ্ছার মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠত। এই উপন্যাসও অনেকটা সেই ধরনের।

উপন্যাসের প্লট তিনটি ভাগে বিভক্ত। উপন্যাসে প্রিলিউড বা প্রাককথন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে দুটি এপিগ্রাফ অর্থাৎ ভাবার্থের ইঙ্গিত। একটি হল পুশকিন রচিত ডেমনস নামের কবিতার অংশ। এই কবিতায় পুশকিন একটি যাত্রাপথের বর্ণনা করেছেন। মেঘাচ্ছন্ন এবং ঝোড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত রাত্রিতে ঘোড়ায় টানা স্লেজ-এ কবি চলেছেন; ভয়ার্ত পরিবেশ। কবির মনে হয় এক ভৌতিক অশুভ আত্মা যেন তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। সাত স্তবকে রচিত কবিতাটি শেষ স্তবক উদ্ধৃত হল :-

Clouds are whirling, clouds are swirling;
Though invisible, the moon
Lights the flying snow while blurring
Turbid sky and nigh in one.
Swarm on swarm, the demons flying
Sweep the sky in endless quest,
Till their piteous screams and crying

Rend the heart within my breast…

(অনুবাদ : ইরিনা হেন্ডারসন, আন্তর্জালে প্রাপ্ত)

দ্বিতীয় এপিগ্রাফ গৃহীত হয়েছে সেন্ট ল্যুক-এর কথিত নব্য বাইবেল-এর অংশ থেকে। এই অংশটি থেকে বোঝা যায় সমকালের রাশিয়ার বৌদ্ধিক ও সামাজিক বাতাবরণ সম্পর্কে কতটা ঘৃণা সঞ্চিত হয়েছিল ডস্টয়েভস্কি-র মনে। শেষ পর্যন্ত কীভাবে তিনি খ্রিস্টধর্মের নীতিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। —

> Luke 8-32–36
> 32. Now a large herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him to let them enter these. So he gave them permission. 33. Then the demons came out of the man and entered the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. 34. When the herdsmen saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. 35. Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. 36. And those who had seen it told them how the demon-possessed man had been healed.
>
> (Standard English Version : https://biblia.com/bible/esv/luke/8/32-36)

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, সমকালীন রাশিয়ার ঘৃণ্য পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে একমাত্র জেসাস-কেই আশ্রয় করতে হবে এই কথাটি উপন্যাসের শুরুতেই উচ্চারণ করেছেন ডস্টয়েভস্কি। স্বভাবতই এতটা বিদ্বিষ্ট মনের মানুষ যদি উপন্যাসের লেখক হন তাহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করা যায় না।

তবু আমরা উপন্যাস-আখ্যানের সারাংশ একটু জেনে নেব। তিন খণ্ডে বিভক্ত আখ্যানের প্রথম খণ্ড। —

স্তেফান ভেরখোভেনস্কি ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর কর্মজীবন ছিল যথেষ্ট সম্মানজনক কিন্তু সেই কর্মজীবন আকস্মিকভাবে এবং কিছুটা অসময়ে শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি বাস করতে থাকেন এক যথেষ্ট ধনী ভূসম্পত্তির অধিকারিণী মহিলার এস্টেট-এ। মহিলার নাম ছিল ভারভারা পেত্রোভনা স্তাভরোজিনা। এই এস্টেট ছিল রাশিয়ার একটি শহরের প্রান্তে। স্তাভরোজিনার পুত্রের গৃহশিক্ষক রূপে তিনি প্রথমে সেখানে যান। ছেলেটির নাম ছিল নিকোলাই ভসেভোলোডোভিচি। সেখানে ভেরখোভেনস্কি প্রায় কুড়ি বছর কাটিয়ে দেন। ভারভারার সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তবে সেই সম্পর্কে কোনো দৈহিক নৈকট্য ছিল না। ভেরখোভেনস্কি-কে নিজের আভিজাত্যের জায়গা থেকে খানিকটা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় রেখেছিলেন ভারভারা। অবশ্য দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতাও ছিল। ভেরখোভেনস্কিরও ছিল এক পুত্র। কিন্তু সে বড়ো হয়ে উঠেছিল অন্যত্র তার পিতার সংস্পর্শ ছাড়া।

আখ্যানের প্রথমেই মুখ্য ভূমিকায় থাকেন ভারভারা। তাঁর ছেলে থাকত সুইজারল্যান্ডে। সেখানে জড়িয়ে পড়েছিল ভারভারা-র বন্ধু প্রাসকোভায়া এবং তাঁর কন্যা লিজাতুশিনার সঙ্গে। এ কথা জেনে ভারভারা বিচলিত বোধ করেছেন। ভারভারার ছেলে যখন পিটারসবার্গে গেছে তখন প্রাসকোভায়া এবং লিজা আসে ভারভারার শহরে। এসে জানতে পারে যে ভারভারার এক তরুণী স্নেহধন্যা দারিয়া পাভলোভনার (ডাক নাম দাশা) সঙ্গেও ভসেভোলোডোভিচির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারভারা

ভেরখোভেনস্কি-র সঙ্গে দাশা-র বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেন। ভেরখোভেনস্কি খুব খুশি না হলেও অর্থনৈতিক সঙ্কট কিছুটা দূর হবে মনে করে সেই বিবাহে সম্মত হন। কিন্তু তারপর জনশ্রুতি শোনেন যে অন্য কোনও ব্যক্তির পাপ গোপন করবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একথা জেনেও তিনি অরাজি হন না; নিজেকে মনে করেন মহৎ মনোভাবের এক মানুষ এবং এই মর্মে চিঠি দেন তাঁর ছেলেকে এবং প্রেমপাত্রীকে। এই সবকিছুই ঘটেছে সুইজারল্যান্ডে। সেখানে আবার মারিয়া লেবিয়াদকিনা নামের এক প্রতিবন্ধী মেয়ে উপস্থিত হয়, যার সঙ্গে ভসেভোলোডোভিচির সম্পর্ক আছে বলে শোনা যায়। যদিও এ বিষয়ে ভালো করে কিছু বলা নেই। মারিয়া চরিত্রটিকে ঘিরে থেকে যায় একটু রহস্য। ভারভারা এর পর মারিয়া এবং লিজা-কে সঙ্গে নিয়ে নিজের এস্টেটে ফিরে আসেন।

বহু রকম গোলযোগ দেখা দেয় এই সব সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। শহরতলির জীবনযাত্রা, নীচতা, সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি, আধিপত্যবাদ ইত্যাদি এই অংশে বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট।

এরপর শুরু হয় আখ্যানের দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে পারিবারিক এবং শহরতলির ছোটো বৃত্ত থেকে আখ্যান বেরিয়ে আসে সমকালীন রাশিয়ার বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তে। এই অংশেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নব্য যুক্তিবাদী চিন্তনের প্রতি ডস্টয়েভস্কির বিরুদ্ধতা এবং ঘৃণা। এই অংশে বহু মানুষের ভিড় এবং বহু ধরনের ঘটনাবলি উপন্যাসটিকে কিছু ভারাক্রান্ত করেছে। অনেক চরিত্র এখানে এসেছে যাদের সঙ্গে ভেরখোভেনস্কি এবং স্তাভরোজিনা-র প্রত্যক্ষ পারিবারিক সম্পর্ক নেই। তারা বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির প্রতিভূ। দেখা যাচ্ছে সমাজে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে পারস্পরিক বিবাদ, ষড়যন্ত্র, হত্যা ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডে প্রধান চরিত্রগুলির প্রতি আবার আলোকসম্পাত করেন লেখক। দেখা যায় যে, দেশের পরিস্থিতি, সুনির্দিষ্ট আদর্শের অভাব, তথাকথিত যুক্তিবাদী চিন্তার পরিণামে নৈরাজ্যবাদী ভাবনার বিস্তারের ফলে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে চরিত্রগুলি। উপন্যাসের শেষে ভেরখোভেনস্কি-র মৃত্যু হয়েছে, নিকোলাই ভসেভোলোডোভিচ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এইভাবে দুজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ সমস্তই লেখকের মতে ইউরোপ থেকে আগত ‘র‍্যাডিকাল’ মনোভাবের ফল। সেই সঙ্গে স্বদেশীয় সমাজের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি আস্থা না-রাখার পরিণাম। মোটের ওপর ‘দ্য পজেজড’ উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমনই।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে প্রায় সত্তর বছর পরে এই উপন্যাসটির প্রতি আলব্যের কাম্যু কেন এতটা আগ্রহী হলেন? এর কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে কাম্যু-র জীবন থেকে। তিনি ফরাসি ছিলেন কিন্তু ফ্রান্স-এর মাটিতে, সুস্থির রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির বাতাবরণে বড়ো হওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। আলজেরিয়ার অভিবাসী ফরাসি পরিবারের সন্তান তিনি, যেখানে অভিবাসী ফরাসিদের সঙ্গে ফ্রান্স-অধিকৃত আলজেরিয়াবাসীদের কিছুটা সংঘাতের, কিছুটা বশ্যতার, কিছুটা স্পর্শকাতরতার সম্পর্ক ছিল জীবনযাপনের অঙ্গ।

কাম্যু ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন না। নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে তাঁর জননী ক্যাথারিন, ফরাসি হলেও ছিলেন নিরক্ষর, কানেও ভালো শুনতেন না । লুসিঅঁ কাম্যু, আলব্যের কাম্যু-র পিতা, ছিলেন নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আলব্যের কাম্যু-র সঙ্গে তাঁর পিতার কোনও পরিচয়ই হয়নি। পিতাকে তিনি কখনও দেখেননি বলেই শোনা যায়। কাম্যু এবং তাঁর আত্মীয়রা যথেষ্ট আর্থিক সংকটের মধ্যেই বাস করতেন। সেই সঙ্গে তাঁদের এক ধরনের অস্তিত্ব-সংকটও ছিল। যে ফরাসিরা আলজেরিয়াতে অভিবাসন গ্রহণ করা ফরাসিদের দ্বিতীয় প্রজন্ম রূপে আলজেরিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে গোষ্ঠীগতভাবে ‘পিয়ে-নোয়া’ (Pied-noir) অভিধাটি ব্যবহার করা হত অবজ্ঞাসহ। মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দা ফরাসিরা তাঁদের দেখতেন একটু নিচু চোখে । তার উপর যদি তাঁরা দরিদ্র হতেন তাহলে সেই অবজ্ঞা আরও বৃদ্ধি পেত। তবে আলজেরিয়াতে

যে আরব অভিবাসীরা ছিলেন তাঁদের তুলনায় ফরাসিদের সামাজিক মর্যাদা ছিল একটু বেশি। কাম্যু এই সমাজ-পরিস্থিতির শ্রেণিগত উচ্চনীচতা অনুভব করতেন। তাঁর 'আউটসাইডার' বা 'স্ট্রেঞ্জার' (L'Étranger) উপন্যাসে আরবদের অনুষঙ্গ আছে।

কাম্যু অবশ্য লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। এগারো বছর বয়সে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বৃত্তি নিয়ে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁর শিক্ষক লুই জারমাঁ (Louis Germain) তাঁকে স্নেহের সঙ্গে এবং আগ্রহের সঙ্গে শিক্ষা দান করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পর প্রতিভাষণে কাম্যু প্রথমে তাঁর মা-কে এবং তার পরেই এই শিক্ষককে স্মরণ করেছিলেন।

সতেরো বছর বয়সে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কাম্যু-র ক্ষয়-রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। তিনি তখন বাস করতে থাকেন তাঁর নিজের বাড়ি ছেড়ে এক কাকার তত্ত্বাবধানে। এই সময় থেকেই দর্শনশাস্ত্র তাঁকে আকৃষ্ট করে। গ্রিক দর্শন এবং সেই সঙ্গে 'নিটশে'-র (১৮৪৪-১৯০০) জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)-এর দর্শনও তাঁকে আকৃষ্ট করে। সর্বোপরি প্রাচীন খ্রিস্টধর্মীয় নৈতিকতার দর্শনও তাঁকে ভাবিয়েছিল। এই সময়ে আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁর লেখাপড়া একটু ব্যাহত হয়। গৃহ-শিক্ষকতা এবং বিভিন্ন অফিসে ছোটোখাটো কাজ করে খরচ চালিয়ে নেন। অবশেষে একটু সুস্থ হয়ে আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৩-এ ভর্তি হন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্লটিনাস (Plautianus : ১৫০-২০৫ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেন। প্লটিনাস ছিলেন প্রথম খ্রিস্টাব্দের রোমক রাজসভার এক গুরত্বপূর্ণ সদস্য ও কূটনীতিবিদ।

জীবনের দার্শনিক দিকটি অর্থাৎ মানব-মনের চিন্তন-জগৎ, অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তরুণ বয়স থেকেই কাম্যুর মনকে দিয়েছিল একটি বিশেষ গঠন। কিছুটা নৈরাশ্যবাদী দর্শন এবং নিরীশ্বরবাদকে কিছুটা গ্রহণ করলেও, দেখা যাচ্ছে আদি খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের নৈতিকতার সঙ্গে পূর্বোক্ত দর্শন-চিন্তার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তাঁর মনে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে জন্যই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স থেকেই কাম্যু বিশ্বসাহিত্যের সেই ঔপন্যাসিকদের প্রতি আকৃষ্ট হন যাঁদের লেখায় আছে বিভিন্ন ধরনের দর্শন-চিন্তার স্থান এবং অস্তিত্ব-সংকটের অনুভব। তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্স-এর স্তাঁধাল (১৭৮৩-১৮৪২), আমেরিকার মেলভিল (১৮১৯-১৮৯১), রাশিয়ার ডস্টয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১) এবং অস্ট্রিয়ার জাতক জার্মান ভাষার ঔপন্যাসিক কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪)। লক্ষ করা যায় সাহিত্য-জগতে কাম্যুর বিচরণে কোনও দেশ বা রাষ্ট্রের বেড়া ছিল না। দর্শন-ভাবনা রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের দ্বারা কখনও কখনও সাময়িকভাবে কিছুটা প্রভাবিত হলেও অচিরেই সেই ভাবনা দেশের গণ্ডি ছাপিয়ে যায়।

কাম্যু অবশ্য তারুণ্যের স্বাভাবিক প্রবণতায় ক্রীড়া-জগতের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। খেলার জগতের মানুষের কয়েকটি গুণ যেমন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং টিমস্পিরিট অর্থাৎ দলগতভাবে লক্ষ্যভেদ করবার প্রেরণা — এগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করত। তিনি ভালো খেলতেনও, কিন্তু রোগাক্রান্ত হবার ফলে তিনি খেলোয়াড় হতে পারেননি। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর মনের জগতে দেখা দিতে লাগল বহুবিধ দার্শনিক প্রশ্ন। বিশেষ করে চার্চ-এর ধর্মীয় নৈতিকতা এবং রাষ্ট্রের প্রস্তাবিত নীতির মধ্যে যে স্ববিরোধ থাকত তার বাস্তবতা তাঁকে অনেক সময় বিভ্রান্ত ও পীড়িত করেছে। এখান থেকে বোঝা যায় ডস্টয়েভস্কি-র 'পজেজড' কেন তাঁর মনের এত গভীরে প্রবেশ করেছিল।

ইতোমধ্যে কুড়ি বছর বয়সে মরফিন-আসক্ত এক তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কাকার অসম্মতি সত্ত্বেও মেয়েটিকে সাহায্য করবার জন্য তাঁকে বিবাহও করেছিলেন; কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে অন্য কারও সম্পর্ক থাকায় তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই সব অস্থিরতার মধ্যে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তিনি যোগ দেন। তাছাড়া উপনিবেশ-বিরোধী 'আলজেরিয়ান পিপলস পার্টি'-র (পিপিএ) সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। কিন্তু অচিরেই স্তালিন-অনুগামী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে পিপিএ-র বিরোধ দেখা দেয়।

পার্টি-লাইনের সঙ্গে একমত না হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। এই সময় থেকেই রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ সম্পর্কে কাম্যু বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। মানুষের মর্যাদাই তাঁর কাছে বিশ্বাসের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যদি মানুষের জীবনে মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘনিয়ে ওঠে তা হলেও এই মর্যাদাবোধ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার প্রবণতা কাম্যু-র মনের চরিত্রকে একটি বিশেষ গঠন দেয়।

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেও পার্টিতে থাকার সময় দলের নাট্যশাখার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সেই সংযোগ কাম্যু অবিচ্ছিন্ন রাখেন। তাঁর নাট্যদলের নতুন নাম রাখেন এবং নাটকের যে-সব স্ক্রিপ্ট তিনি লিখেছিলেন সেখান থেকে পরে তাঁর কোনও কোনও উপন্যাসও গড়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে সমাজ-মনস্কতার মূল প্রত্যয় থেকেও তিনি সরে আসেননি। বামপন্থী সংবাদপত্রে কাজ করেছিলেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাবের সঙ্গেই ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিরোধী তিনি হয়ে ওঠেন। আলজেরিয়া-র আরবদের প্রতি ফরাসিদের অত্যাচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করত। সেই সংবাদপত্র, ‘আলজের রিপাবলিকান’, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নিষিদ্ধ হয়, কাম্যু প্যারিস-এ চলে যান। এই পর্বে অর্থাৎ ১৯৪০-এর মধ্যে তাঁর যে তিনটি সাহিত্যকৃতি প্রকাশিত হয়, সেগুলি ছিল, ইংরেজি অনুবাদে ‘দি আউটসাইডার’, ‘দ্য মিথ অব সিসিফাস’ এবং ‘ক্যালিগুলা’ — যথাক্রমে উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং নাটক। তিনটি লেখাতেই যে থিম অনুভব করা যায়, তা হল — মানুষ গভীর হতাশার মধ্যেও তার নিজের ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না। যদিও তার সামনে নেই কোনও সাফল্যের প্রত্যাশা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইচ্ছাসত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে গৃহীত হননি, কারণ একসময় তাঁর যক্ষ্মা ছিল। এই সময়ের মধ্যে তাঁর লেখালিখি চলতে থাকে। সার্ত্র এবং সিমন দ্য বোভয়া-র সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর বন্ধুত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে প্রতিবাদী লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। এইসময় ১৯৪৫-এ তাঁর বান্ধবী ও প্রণয়িনী ফোর জমজ সন্তানের জন্ম দেন। তাঁর লেখা চলতে থাকে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির দলীয় নীতিতে তিনি ক্রমেই আস্থা হারান। সার্ত্র-র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই কালপর্বটি ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৭। কাম্যু-র বিশ্বাস ও সক্রিয়তার জগতে তিনটি স্রোত ছিল — রাজনৈতিক চিন্তন, সাহিত্য-সৃষ্টি এবং একাধিক নারী-সংসর্গ। প্রথমটি এবং তৃতীয়টি মানসিক সংকটের কারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিজেকে বন্ধন ও সংস্কারহীনভাবে উজাড় করে দেওয়া এক ভাষাশিল্পী। তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় ১৯৫৭-তে। তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ। তার দু-বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয় মোটর-দুর্ঘটনায়।

জীবনের শেষ দু-তিন বছর তিনি আবার তাঁর নাট্যপ্রেমের প্রতি ফিরে গিয়েছিলেন। এই শেষ জীবনে নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে ডস্টয়েভস্কি-র ‘বেসি’ অর্থাৎ ‘দ্য পজেজড’ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। প্যারিস-এর ‘আঁতোয়ান থিয়েটার’-এ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সমালোচকেরা নাটকটির প্রশংসা করেছিলেন।

দক্ষিণ ফ্রান্স-এর লুমাঁ (Lourmarin) নামক জনপদে-র সমাধিক্ষেত্রে তাঁর শেষকৃত্য করা হয়। সার্ত্র কামু-র মানবতাবাদী চেতনার প্রশস্তিতে একটি রচনা পাঠ করেন; উইলিয়াম ফকনার লিখেছিলেন তাঁর শোকবার্তা।

যদিও ডস্টয়েভস্কি এবং কাম্যু — দুজনে দুই শতাব্দীর মানুষ, তা সত্ত্বেও তাঁদের যে জীবন-বৃত্তান্ত খুব সংক্ষেপে হলেও আমরা অনুসরণ করলাম, সেখান থেকে অনুভব করা যায় যে, দুই লেখকই ছিলেন অন্তঃস্বভাবে দার্শনিক। জীবনের শুদ্ধতার প্রতি যে ব্যাকুল সন্ধান তাঁদের ছিল, সেই সন্ধানের পথ বারবার সংকটাপন্ন হয়েছিল মানুষের তৈরি করা রাষ্ট্র-নীতির আধিপত্যবাদী নিষ্ঠুরতা ও জটিলতায়। এজন্যই শতাব্দীর বাধা পেরিয়ে ডস্টয়েভস্কি-র উপন্যাসের দ্বারা গ্রস্ত হয়েছিলেন আলব্যের কাম্যু। ‘দ্য পজেজড’

উপন্যাস অবলম্বনে লিখেছিলেন যে-নাটক তারই বঙ্গানুবাদ করেছেন পলাশ ভদ্র। তাঁর অনূদিত নাটকের নাম 'রাহুগ্রস্ত'। কাম্যু যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তার অবলম্বন ছিল উপন্যাসটির একটি ফরাসি অনুবাদ 'ল্যে পজেদে'। এই অনুবাদ করেছিলেন বরিস দ শ্লোয়েজার (Boris de Schloezer, ১৮৮১-১৯৬৯)। তিনি ছিলেন ফরাসি কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়াতে। বিংশ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষায় ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যের অনুবাদক রূপে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ডস্টয়েভস্কি এবং টলস্টয় — দুজনেরই উপন্যাসের অনুবাদ করেছিলেন। পলাশ ভদ্র তাঁর অনূদিত বইটির প্রথমেই এই সংবাদ পাঠককে দিয়েছেন —

> ''ফরাসিতে 'The Demons' উপন্যাসটি বরিস দ্য শ্লোয়েজার কর্তৃক 'Les Possédés' নামাঙ্কিত হয়ে অনূদিত এবং বিবলিওতেক দ্য লা প্লেইয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত। কাম্যু নাট্যরূপ দিতে অনুবাদটির ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন।''

কাম্যু যে নাট্যরূপটি দিয়েছিলেন তার নাম 'লে পজেদে' (Les Possedes)।

অনুবাদক পলাশ ভদ্রকে আরও একটি কারণে পাঠকেরা ধন্যবাদ দেবেন। লিখিত নাটকটির মুখবন্ধে কাম্যু একটি ভূমিকাও যোজনা করেছিলেন। তারও অনুবাদ করে দিয়েছেন অনুবাদক। এই অনুবাদ যাঁরা পাঠ করবেন তাঁরা সকলেই সেই মুখবন্ধটি পড়বেন। এই নিবন্ধের অংশরূপে সেই অনূদিত মুখবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল। প্রথমেই কাম্যু জানিয়েছেন যে, এই উপন্যাসের নাট্যগুণ প্রথম থেকেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। দুই দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেই আকর্ষণ একই রকম আছে। —

> ''আমার পছন্দের প্রথম চার পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যেই অন্যতম হল Les Pos-sédés। আমার মনে হয় অনেক দিক দিয়েই এই উপন্যাসটি আমাকে বৃদ্ধি এবং পুষ্টি জুগিয়েছে। তাও প্রায় কুড়ি বছরের ওপর হয়ে গেল এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে আমি মঞ্চের উপর দাপাদাপি করতে দেখছি। চরিত্রগুলির নাটকীয় মাপ ছাড়াও রয়েছে-তাদের নির্দিষ্ট ব্যবহার, বিস্ফোরণ, দ্রুত গতি এবং উচ্ছৃঙ্খল চলন। এ ছাড়াও দস্তয়ভস্কি তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন থিয়েটারি রীতি। স্থান ও ক্রিয়ার উল্লেখসহ মনোনিবেশ করেছেন সংলাপ নির্মাণে। অভিনেতা, প্রযোজক বা নাট্যকার যেই হোন না কেন-একজন থিয়েটারের মানুষ সবসময়েই দস্তয়ভস্কিতে তাঁর অন্বেষিত নির্দেশ খুঁজে পান।''

এই কথাগুলির পর কাম্যু স্বাভাবিক ভাবে জানিয়েছেন যে, ওই সুবৃহৎ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দানের সময়ে উপন্যাসের সঙ্গে কোথাও কোথাও পার্থক্য ঘটেছে। যে কোনও দীর্ঘ উপন্যাসের নাট্যরূপ দানের ক্ষেত্রে এমন হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কারণ একটি নাটককে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মঞ্চস্থ করা প্রয়োজন। তাই তিনি লিখেছেন যে, 'কোনো কোনো জায়গায় নাটক এই মহান উপন্যাসটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে'। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, তিনি এই উপন্যাসের 'অন্তঃস্রোতকে' অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। কাম্যু-র এই মুখবন্ধ থেকে আরও দু-তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করছি যেখানে এই উপন্যাসের ভাব-বস্তুকে নাট্যরূপ দেবার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের যাপন-বিশ্বের অন্তঃসত্য ফুটে উঠেছে বলে তিনি মনে করেছেন। আমাদের মনে হয় — কোনও যুগেই পৃথিবীর মানুষের জীবন থেকে এই সংকট দূর হবে না। —

> ''আমি চেষ্টা করেছি এই বিস্তৃত অস্বাভাবিক ফুরিয়ে আসা, বিস্ফোরক ও হিংস্র দৃশ্য কণ্টকিত পৃথিবীকে তুলে ধরতে। যন্ত্রণা ও প্রীতির মধ্যেকার সূত্রকে কখনও না হারাতে; শুধুমাত্র যে কারণেই দস্তয়ভস্কির দুনিয়া আমাদের এত অন্বিষ্ট।''

পলাশ ভদ্র বাঙালি পাঠকদের জন্য আরও একটি জরুরি কাজ করেছেন। তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জন ক্রুইকশ্যাঙ্ক (John Cruickshank : 1924-1995)-এর সঙ্গে। আইরিশ গবেষক জন ক্রুইকশ্যাঙ্ক সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি ১৯৬২-তে ওই

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি পঠন-পাঠনের জন্য বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন। তাঁকে ফ্রাঙ্কোফোন (Francophone) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্রান্স-এর উপনিবেশ ছিল। সে-সব দেশে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু যে-সব দেশে ফরাসি উপনিবেশ ছিল না — যেমন বেলজিয়াম, কানাডা, সুইজারল্যান্ড — সে-সব দেশেও ফরাসি সাহিত্যের চর্চা হয়েছে। এখানে আমরা তিনটি ধারায় রচিত ফরাসি সাহিত্যের সন্ধান পাচ্ছি। প্রথম, ফ্রান্স-এর মূল ভূখণ্ডে লিখিত সাহিত্য; দ্বিতীয়, যে-সব দেশে ফরাসি উপনিবেশ ছিল সে-সব দেশে যেমন আলজিরিয়ায় লিখিত ফরাসি সাহিত্য তৃতীয়, যে-সব দেশে ফরাসি উপনিবেশ ছিল না সেই সব দেশে লিখিত ফরাসি সাহিত্য। এই প্রতিটি ধারাকেই সাংস্কৃতিক বহুত্বের দিক থেকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার লেখাগুলিকে একান্তভাবে ফরাসি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত নয়। যে দেশে, যে সময়ে ও যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণে সেগুলি লেখা হয়েছে সেই দিকগুলি মনে রেখে সেই ফরাসি সাহিত্যের চর্চা স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। ঠিক যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যকে সর্বত্র সম-মানদণ্ডে বিচার করা সঙ্গত নয়। জন ক্রুইকশ্যাঙ্ক এই ফ্রাঙ্কোফোন সাহিত্যের অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে আলব্যের কাম্যু এবং রোমাঁ রলাঁ-র লেখার আলোচনা আছে । কাম্যু সম্পর্কে যে বইটি তিনি লিখেছিলেন তার নাম 'আলব্যের কাম্যু অ্যান্ড দ্য লিটারেচার অব রিভোল্ট' ('Albert Camus and the Literature of Revolt' : 1960)।

পলাশ ভদ্র ক্রুইকশ্যাঙ্ক-এর আলোচনার কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ করে সংযুক্ত করেছেন তাঁর অনূদিত 'রাহুগ্রস্ত' বইটির পরিশিষ্টে। ক্রুইকশ্যাঙ্ক-এর আলোচনা থেকে কাম্যু-র অনূদিত টেক্সট্ সম্পর্কে আমাদের মতো পাঠকেরা খানিকটা ধারণা করে নিতে পারবেন। এখান থেকেই খানিকটা বোঝা যাবে — উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার ক্ষেত্রে কী ধরনের পার্থক্য ঘটেছে ।

এই নিবন্ধে ডস্টয়েভস্কি-র এই বিশাল ও মহৎ উপন্যাসটি সম্পর্কে এবং আলব্যের কাম্যু সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং নিবন্ধকারের ধারণা ব্যক্ত হল। কোনও কথাই তাঁদের কাছে নতুন নয়, যাঁরা উপন্যাসটি পাঠ করেছেন। ইংরেজি অনুবাদে এই উপন্যাসের সঙ্গে রুশ ভাষা না-জানা পাঠকের যতটুকু পরিচয় হওয়া সম্ভব ততটুকুই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আলব্যের কাম্যু-র নাটকটি ফরাসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে — একথা জানা গেল ক্রুইকশ্যাঙ্ক-এর লেখাটি থেকে। তিনি লিখেছেন ''তিনি (কামু) 'রাহুগ্রস্ত'-কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত গ্রন্থ বলেছেন এবং অংশটি পেঙ্গুইন প্রকাশিত কাম্যুর ক্যালিগুলা অ্যান্ড আদার প্লেজ গ্রন্থের ভূমিকা থেকে সংকলিত। উক্ত গ্রন্থে 'রাহুগ্রস্ত' নাটকটি The Possessed নামাঙ্কিত হয়ে Justin O' Brien কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত হয়ে স্থান পেয়েছে।" (অনুবাদ : পলাশ ভদ্র)। জাস্টিন ও' ব্রায়েন (১৯০৬-১৯৬৮) আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; সেই সঙ্গে অনুবাদক ও জীবনীকার। কাম্যু, আঁদ্রে জিদ এবং সার্ত্র-এর একাধিক লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। ইংরেজিতে অনূদিত নাটকটি আমাদের পড়া হয়নি। কিন্তু বাংলা অনুবাদে সেই নাটক আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন ফরাসি ভাষাবিদ শ্রীযুক্ত পলাশ ভদ্র। এভাবেই সাহিত্য অতিক্রম করে যায় ভাষার বাধা এবং সময়ের দূরত্ব। সেই সঙ্গে মহৎ সাহিত্যের মর্মকথা সংরূপের পার্থক্য সত্ত্বেও থেকে যায় চিরায়ত।

সুমিতা চক্রবর্তী : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক।